Climate Change and Global Warming (2018 --- 2019)

Episode 3 : Factors responsible for earth climate system.

রচনাঃ – সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের পক্ষ থেকে অনুপমা সেনগুপ্ত।

চরিত্রঃ –

- দেবল (কলেজ স্টুডেন্ট) ও নিকিতা (দশ ক্লাস) (ভাই বোন)
- অনিলা দেবি (মা),
- মহেশ (বাবা)
- L O W E R N এর ছ টি বিশেষ চরিত্র
- পুরুষ কন্ঠ - ওয়ালেস ব্রোকার (বিখ্যাত জিওফিজিসিস্ট)
- পারুল (কাজের লোক)

পট – ১

ভাষ্যঃ – সে দিন তারিখটা ছিল ১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯; রবিবার সন্ধেবেলা ... রাস্তায় আইস্ক্রিমওয়ালার গলা শোনা যাচ্ছে ..., আইস্ক্রিম বিক্রি করছে ..... মহেশ বাবু বসার ঘরে খবরের কাগজ পড়ছেন, পুত্র দেবল ও কন্যা নিকিতা নিজের মনে মোবাইল নিয়ে খুট খুট করছে, অনিলা দেবি রান্নাঘরে পরিচারিকা পারুলকে নিয়ে রাতের খাবারের বন্দোবস্ত করছেন, এমন সময়ে রান্নাঘর থেকে অনিলা দেবি ও পারুলের কথা বার্তা শোনা গেল

অনিলা – পারুল!ও পারুল ... রুটি আর কটা বাকি?

পারুল – এইতো বৌদি আর গোটা চারেক বাকি... এখুনি হয়ে যাবে ...

অনিলা – আমি ফ্রিজ থেকে খাবারগুলো বার করছি,(বাসনের আওয়াজ) তুমি সব খাবার গুলো গরম করে নিয়ে টেবিলে সাজিয়ে রাখ ... আমি একটু চোখে মুখে জল দিয়ে আসছি ... রান্নাঘরের গরমে শরীরটা কেমন লাগছে ...

পারুল – ঠিক আছে বৌদি, ... তুমি যাও ... চিন্তা করোনা .....

মা – এই নাও, সাবধানে নিও ... আর হাতের কাজ সেরে নিয়ে তারপর সবাইকে খেতে ডেক, ... তোমার দাদা তো মনে হয় কাগজ পড়ছে ...(হেসে) বলা ভাল কাগজে ডুবে আছে, তাই ভাল করে ডেক, নইলে বলবে "কই ডাক নি তো" ... (দুজনেই হেসে ওঠে)

পারুল – শুধু দাদার কথা বলছ কেন বৌদি, তোমার দেবু আর নিতুই বা কম কিসে ... এই তো খানিক আগে দেখে এলাম যে তারা তো মোবাইলে মন দিয়ে কি খুটুর খুটুর করছে ... এমন ডুবে আছে যেন কোনো হুঁশ নেই ... ভাল করে না ডাকলে বলবে "পারুলপিসি কখন ডাকলে গো, শুনতে পাইনি তো ..." (হাসি)

অনিলা – যা বলেছ, সত্যি কি যে সব করে না ... যাই ...

পারুল – তুমি যাও বৌদি তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে এসো, নয়ত এদিকে আবার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ...

অনিলা – (হেসে) এই যাই ...

(..... পট পরিবর্তনের মিউজিক .....)

পট ২

দেবল – এই নিতু, পাগলের মত নিজের মনে হাসছিস কেন?

নিকিতা – হাসছি কি আর সাধেরে দাদা, ...(হাসতে হাসতে)আমার এক বন্ধু যা একটা মজার পোস্ট পাঠিয়েছে না হোয়াটসঅ্যাপে ... দাঁড়া তোকে ফরওয়ার্ড করি ...

দেবল – হ্যাঁ এসেছে, কই দেখি কেমন তোর মজার পোস্ট ... (একটু থেমে) আরে, এইটা তুই কি ফরওয়ার্ড করলি নিতু ? (উৎকন্ঠা) কি মারাত্মক পোস্ট ... তাও আবার হাসছিস?... উফ ...

নিকিতা – কেন কি হয়েছে ? হাসব না কেন?

দেবল – ভাল করে দেখ, বোঝ ... কি মারাত্মক মেসেজ বা বার্তা দিচ্ছে এটা ...

নিকিতা – দেখেছি তো, এটা তো বেশ মজার! ... একটা বরফ ঢাকা পর্বত আর একটা পর্বতকে বলছে "গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জ্বালায় আমার সব বরফ গলে গেল" তখন অন্য একটা পর্বত বলছে, "তার মানে তুই পর্বত থেকে শরবত হয়ে গেলি?" --- হা হা হা ..... কেমন উত্তর দিয়েছে বল ..... (হাসি---)

দেবল – তুই -- কি -- রে নিতু ? ... এটা পড়ে তোর হাসি পাচ্ছে? তুই হাসছিস?

নিতু – তা, পর্বত যদি শরবত হয়ে যায় তাহলে হাসি পাবে না? তুল-ই বল ...

দেবল – (সিরিয়াস ও রাগত গলায়) না- আ- আ- আ, পাবেনা ... হাসি পাওয়া উচিৎ না,... কারণ এটা হাসির কথা ন – য়, এটা একটা বিপদ সঙ্কেত ...

নিকিতা – বিপদ সঙ্কেত !!!?? দূর, কি যা তা বলছিস, আমি তো ওই 'পর্বত আর শরবত' শব্দ দুটো কি সুন্দর মিলেছে (হাসি) সেই কথা ভেবেই হাসছি ...

দেবল – তা তো হাসবি ... আর 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' কথাটা বুঝি চোখে পড়েনি? যার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে যে কি প্রচণ্ড গরমিল দেখা দিয়েছে সেটা বুঝি কিছুনা? এটার গুরুত্বটা বুঝিস? (উত্তেজিত হয়ে) আর সেই গরমিলের পরিণতি কি হতে পারে সেটা কখনও ভেবে দেখেছিস?

নিকিতা – দাঁড়া দাদা দাঁড়া, কি সব কঠিন কঠিন কথা বলছিস ... 'গরমিল' 'পরিণতি' ... এর আবার অন্য পরিণতি কি হবে?... বরফ গলে যাবে, এই যা ...

দেবল - ব্যাস, 'এই যা' ..... তারপর? তারপর কি হবে জানিস ?

নিকিতা – কি আবার হবে ... আবার বরফ জমবে, তারপর .....

দেবল - (কথার মাঝেই বলে ওঠে) না না ... ব্যাপারটা অত সোজা ব্যাপার না

নিকিতা – তাহলে কি হবে?

দেবল – ওরে, পরিণতি এটাই হবে যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের টিঁকে থাকাই সম্ভব হবে না ... এমনকি অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে প্রাণীদের ...

নিকিতা – কি বলছিস রে দাদা ..... ?

দেবল – হ্যাঁ, এটাই হল ঘটনা ... বুঝলি? এবার ভেবে বল এটা কি হাসি ঠাট্টা করার মত পোস্ট?

নিকিতা – সত্যিরে দাদাভাই, পোস্টটা দেখে প্রথমে এত তলিয়ে ভাবিনি ... এখন এটার গুরুত্ব বুঝতে পারছি ... আসলে এই পোস্টটা হাসির ছলে সবাইকে অ্যালার্ট করে একটা বার্তা দিচ্ছে ... সবাইকে 'বিশ্ব উষ্ণায়ন' নিয়ে সচেতন করার চেষ্টা করছে

দেবল – হ্যাঁ, তবে সবাই যে সেটা বুঝতে পারেনা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ তো তুই ... তাই, যে তোকে এটা ফরওয়ার্ড করেছে তাকেও একটু বুঝিয়ে দে ব্যাপারটা, নইলে তারাও তো তোরই মত এটা নিয়ে হাসাহাসি করবে ... (ঠাট্টার সুরে) তোর বন্ধুরা তো সব তোরই মত গবেট .....

নিকিতা – দাদা, আবার? সব সময় এরাম বলবি না ... ভাল লাগে না .....

বাবা – উফ, কিরে, (বিরক্ত হয়ে)এত বকবক করছিস কেন তোরা? শান্তি করে কাগজটাও পড়তে দিবি না?

দেবল – আর বোলনা বাবা, এই নিতুকে একটু লাইনে আনার, মানে মানুষ করার চেষ্টা করছি ...

বাবা – অ্যাঁ ! মানুষ ! সে কিরে!! ... হা- হা- হা- তা সে মানুষ হোল? ... কি মনে হয় ?

নিকিতা – বাবা, তুমিও ?

দেবল – (কৌতুকের সুরে) হ্যাঁ বাবা, মনে হচ্ছে এবার –এ –এ –একটু হচ্ছে, হয়ে যাবে ... হয়ে যাবে ... দেখতে হবে তো কার বোন ... কি বলিস রে নিতু !!? হা হা হা ...

নিকিতা – হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবটাই তো তোর ক্রেডিট, তোরই জন্য সব ... (রাগত গলায়) ভাল হলেও আমি তোরই বোন, আর খারাপ হলেও তা –আ-আ-আ-ই ... এটা তো আর তুই অস্বীকার করতে পারবি না ....

বাবা – (হাসতে হাসতে) এইটা কিন্তু একদম ঠিক বলেছিস নিতুমা ... (কপট গাম্ভীর্য নিয়ে) এই দেবু আর না , দেখছিস না হাওয়া কেমন গরম হয়ে উঠছে ..... ঝড় হয়ে বৃষ্টি নামতে পারে ..... (তারপর আবার হাসি) হা হা হা .....

(এর মধ্যেই পারুল এসে পড়ে ... কিছু কিছু কথা তার কানে গেছে, তাই বিড়বিড় করে ... 'গরম, ঝড়, বৃষ্টি' ..... তারপর বলে ওঠে)

পারুল – ও দাদাবাবু, এসব তোমরা কি বলছ কি ? ... 'গরম, বৃষ্টি' ... আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা ... গরম আছে বটে কিন্তু ছিটে ফোঁটা মেঘও তো নেই আকাশে, যে বৃষ্টি হবে .....

দেবল – (হাসতে হাসতে)..... ও তুমি বুঝবে না পারুলপিসি, তুমি বুঝবেনা ... ঠিকই তো, মেঘ তো আর সত্যি সত্যি আকাশে নেই ..... সে অন্য এক জায়গায় জমেছে ..... তুমি দেখতে পাওনি , সে আর আমি কি করব ? ...

পারুল – কি জানি বাবা কি যে সব কর তোমরা ... ... সে যাকগে ... এখন চল সবাই চল, বৌদি ডাকছে ... খাবার ঘরে চল ... ওদিকে যে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ...

অনিলা - একি--- এখনও তোমরা এখানে বসে? কিরে দেবু, নিতু ওঠ, তোদের খিদে পায়নি? রাত প্রায় দশটা বাজে ..... কাল তো আবার সকাল সকাল ওঠা ...

বাবা – হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল চল, খিদেটাও বেশ জমে উঠেছে ..... হা হা হা .....

দেবল – এই নিতু, আমার ওপর রাগ করেছিস ? রাগ করিসনা ..... খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্ব ঊষ্ণায়ন নিয়ে তোর সঙ্গে বসব কেমন? এখন দেখি হাস একটু ... এই তো .....(দুজনের হাসি) হাসলে তোকে কিন্তু দারুন দেখতে লাগে ...

নিকিতা - দাদা , আবার? (দুজনের হাসি).....

(পট পরিবর্তনের মিউজিক একটু দীর্ঘ বাজবে)

পট ৩

(রাতের এফেক্ট ঝিঁ ঝিঁর শব্দ,)

অনিলা – কিরে নিতু তুই এখনও জেগে আছিস যে কত রাত হল ঘুমাবি না ?

নিকিতা – এই যে মা, কাল একটা লেখা জমা দিতে হবে, তাই একটু দেখে নিচ্ছি

অনিলা – আচ্ছা বেশ, তবে যাই কর বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থেকো না কিন্তু ...

নিতু – না, মা তুমি চিন্তা করোনা, তুমি ঘুমাতে যাও, আমি বেশি রাত করব না

(অনিলা দেবি দরজা টেনে দিয়ে চলে যান..... দরজার আওয়াজ)

(রাতের এফেক্ট ঝিঁ ঝিঁর শব্দ, ... ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ ... সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে ... নিকিতার মনে হল যেন এক পুরুষ কন্ঠ তার নাম ধরে ডাকছে ...আর বেশ ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে)

পুরুষ কন্ঠ – নিকিতা, নিকিতা, শুনতে পাচ্ছ?(ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ)

নিকিতা – কে ? কে?..... হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু কে আপনি? আপানাকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন? আমার নাম জানলেন কি করে?

পুরুষ কন্ঠ – তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেব , আমার নামও বলব ... কিন্তু তার আগে ওই সামনে তাকিয়ে দেখ কি হচ্ছে ... (এফেক্ট মিউজিক)

নিকিতা – কই? কই !! ... ও --- মা তাইতো , এ কি হচ্ছে, ... পৃথিবীর মাটি যেন ফালা ফালা হয়ে দুভাগ হয়ে যাচ্ছে, ভেতর থেকে তীব্র হলুদ আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে, (এফেক্ট মিউজিক চলবে), গাছ, মানুষ, জীবজন্তু একে একে সবকিছুই ওই ফাটলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে, কি গরম চারিদিকে বালি আর বালি ..... এ কি হচ্ছে ... আমি আর সহ্য করতে পারছিনা, এরকম দৃশ্য আমি আগে কখনও দেখিনি ... উঃ কি ভীষণ ... আপনি কোথায়, কোথায় আপনি? আপনাকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন? (হুড়মুড় করে সব পড়ার এফেক্ট চলবে)

(হুড়মুড় করে সব পড়ছে ...নেপথ্যে এফেক্ট চলবে ... ধীরে ধীরে কমে আসছে)

পুরুষ কন্ঠ – (রহস্যপূর্ণ গলায়) নিকিতা, এই তো, এই তো আমি, আমার হাত ধর ... এবার এইদিকে দেখ, দেখ কত বরফ ... কত উঁচু তার চুড়া ... কিন্তু ... কিন্তু সব গলতে শুরু করেছে আর কেমন সেগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে সমুদ্রে পড়ছে ... (এফেক্ট)

নিকিতা – উফ, চারিদিক কি ঝাপসা ... কিছু নজরে আসছে না, কি ঝড় বৃষ্টি শুরু হল ... আমায় বাঁচাও ... আমি ডুবে যাচ্ছি ... ডু--বে ----যা – আ-আ- আ-চ্ছি ..... কত বড় বড় ঢেউ আমার দিকে তেড়ে আসছে .... (কাতর গলায়) আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও

(হটাত সব থেমে যায় ... এক নিস্তব্ধতার মাঝে)

পুরুষ কন্ঠ – (ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে বলে ওঠেন) নিকিতা ....

নিকিতা, চোখ খোলো নিকিতা ... দেখ, তুমি তো তোমার বাড়িতেই আছ... তাহলে এত ভয় কেন পাচ্ছ নিকিতা? আর তাকিয়ে দেখ তোমার সঙ্গে কারা দেখা করতে এসেছে .....

নিকিতা – (আসতে আসতে বলে) আমি বাড়িতে ? তাহলে এতক্ষণ যা যা দেখলাম সেসব কি? আমার কল্পনা?

পুরুষ কন্ঠ – না না কল্পনা একেবারেই না ... আসলে তুমি অনেক ঘটনাকে একসঙ্গে দেখেছ ... তাই তোমার মনে এত প্রশ্ন উঠেছে, আর সব প্রশ্নের উত্তর দিতেই এই এরা এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে ...

নিকিতা– দেখা করতে ? আমার সাথে? কই কোথায়? কিন্তু আপনি একটু বসুন ... আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আপনি খুব ক্লান্ত, আপনার অনেক বয়স হয়েছে আর আপনি একজন বিদেশি, তাছাড়া আপনার তো খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আপনি একটু বিশ্রাম করুন ...

পুরুষ কণ্ঠ –(ঘন ঘন শ্বাস নিতে নিতে বলেন) না, না, বিশ্রাম নেবার মত সময় আমার নেই তবে হ্যাঁ, আমার শরীরটা যে একদম ভাল নেই এটা খুব সত্যি কথা ..... আর তাই, হাতেও খুব বেশি সময় নেই . তাই এই ছয়জনকে নিয়ে এসেছি তোমার কাছে, তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য ... এই ছয়জনকে ইংরাজিতে একসঙ্গে আমরা বলি LOWERN (লোএরন)

নিকিতা – লোএরন ? কিন্তু এরা কারা? কি এদের পরিচয়? কি এদের ভূমিকা? আর আপনি 'হাতে একদম সময় নেই' এ কথাই বা কেন বলছেনে? আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা .....

পুরুষ কণ্ঠ – দেখ নিকিতা, তোমার এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমি পরে দেব তখন সব বুঝতে পারবে ... আপাতত তুমি এই আগন্তুকদের সঙ্গে কথা বল আর তুমি এতক্ষণ যা যা দেখেছ তা হল জলবায়ুর বিভিন্ন রূপের নানান ঝলক ... 'সূর্য-তাপ' ও 'অগ্নুৎপাত' এর মত প্রাকৃতিক ঘটনার প্রভাবে কোনও স্থানের জলবায়ু এবং তার পরিবর্তনের মধ্যে যে কার্য কারণ সম্পর্ক তা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে, আর সেই চলাকে বুঝতে যে ব্যাপার গুলি আমাদের সাহায্য করে সেগুলিরই প্রতীক হল এই ছয়জন ; এদের সঙ্গে পরিচয় হলে এদের ভূমিকাও তুমি বুঝতে পারবে ..... কই হে তোমরা এগিয়ে এস ... সামনে এসে নিজেদের পরিচয় দাও ...

নিকিতা – ইন্টারেস্টিং ... ... এত দারুণ ব্যাপার ...

১ম জন(L)– হ্যালো নিকিতা, আমি হলাম LOWERN এর L বা Latitude অর্থাৎ অক্ষাংশ ; পৃথিবীর ওপর কোনও জায়গা সারা বছরে কতটা সৌর তাপের অধিকারি সেটা নির্ভর করে তার আঞ্চলিক অবস্থানের ওপর আর সেটা জানতে আমিই সাহায্য করি .... কোথাও সে তাপ শোষণ করে আবার কোথাও বা সূর্য রশ্মি প্রতিফলিত করে দেয় যেমন মেরু আঞ্চলে ;

বিষুবরেখা ও মেরু অঞ্চল সাপেক্ষে স্থানটির নির্দিষ্ট অক্ষাংশে অবস্থান এবং পৃথিবীর

23.5 ডিগ্রী হেলান অক্ষ নিয়ে আহ্নিক ও বার্ষিক গতির জন্যই সেখানকার ঋতু বৈচিত্র ও জলবায়ু পরিবর্তন দেখা যায় ..... .

নিকিতা – বাহ বাহ কি সুন্দর বললে .....

২য় জন(O) – নিকিতা, আমি হলাম মহাসাগরিয় স্রোত বা Ocean current এর O ... সারা পৃথিবীর সমুদ্রজলে বিভিন্ন গতি ও তাপমাত্রা নিয়ে আমি স্রোত হয়ে বয়ে যাই ... যার ফলে পৃথিবীর জলমণ্ডলের ও জলজপ্রানিদের পরিপুষ্টির সাথে সাথে জলতলের ওপরকার বায়ু স্তরকে প্রভাবিত করি ... ফলে বায়ুপ্রবাহ ও আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রিতও করতে পারি ..... মাটির মত আমি মহাসাগরের জল O, সূর্যের তাপকে শোষণও করতে পারি আবার তাপ ছাড়তেও পারি, কিন্তু সেটা খুব ধীর গতিতে ..... বায়ুমণ্ডল সেই তাপ গ্রহণ করে ও বিশ্বের চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় .....

নিকিতা – হ্যাঁ, এর ফলে আমরা পাই বাতাস বা বায়ু প্রবাহ ...

৩য় জন(W) – (হু হু করতে করতে 'বাতাস' ঢুকে পড়ে বলে) এই যে, আমি এসে গেছি, Wind এর W, বান্দা হা---জি---র .....

নিকিতা – এস এস, তুমি ছাড়া তো আমরা বা সমগ্র প্রানিকূল বাঁচতেই পারিনা

৩য় জন(W) - আসলে জলবায়ু নিয়ন্ত্রনে আমাদের অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের ভূমিকা অনেক যেমন ধর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রতিটি গোলার্ধেই তিন রকম ভাবে বায়ু প্রবাহর প্যাটার্ন আছে ..... স্থানীয় বৈশিষ্ট অনুযায়ী আমাদের চরিত্র নির্ধারিত হয় ; যেমন মেরু অঞ্চলের বাতাস সবসময়ে ঠাণ্ডা ও শুখনো কিন্তু মরু অঞ্চলের বাতাস দিনে শুখনো-গরম কিন্তু রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ..... আবার দেখ, জলতলের ওপর অনুভূমিক ভাবে বাতাসের চাপ জলস্রোতেরও কারণ হয়।

আসলে এই জলবায়ুর জন্য বাতাস, জল, মাটি ও প্রানিজগত অর্থাৎ অ্যাটমস্ফিয়ার, হাইড্রস্ফিইয়ার, লিথোস্ফিয়ার ও বায়োস্ফিয়ার পরস্পর একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, আমরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ।

৪র্থ জন(E) – একদম ঠিক কথা বলেছে W. এই দেখ নিকিতা, আমরা তিনজন E, R, ও N একেবারে হাত ধরাধরি করে এসে গেছি

নিকিতা – তাইতো দেখছি ... উম, তুমি নিশ্চয় Elevation বা উচ্চতা, তাই না?

৪র্থ জন(E) – একদম ঠিক ধরেছ ... সমুদ্রতল থেকে ভূপৃষ্ঠর উচ্চতার তারতম্যর জন্য স্থানীয় বাতাসের চাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্যও লক্ষ করার মত, তাই সমতল অঞ্চল ও পাহাড়ি অঞ্চলের জলবায়ুও আলাদা হয় ফলে সেখানকার বাস্তুতন্ত্রও আলাদা আলাদা হয় ...

নিকিতা – বুঝলাম .....

৫ম জন(R) – আমার ব্যাপারটা একটু অন্য রকম ... সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ওঠা জলীয় বাষ্পকে যখন W বা বাতাস বয়ে নিয়ে যায় তখন কোনও উঁচু পর্বতে ধাক্কা খেলে সেখানে 'প্রতিবাত-ঢালে' ঠাণ্ডার জন্য সব বাষ্প প্রবল বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে এবং পর্বতের অন্য দিকটায় বয়ে নিয়ে যাবার মত আর বৃষ্টি অবশিষ্ট থাকে না তাই এই 'অনুবাত-ঢাল' বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই বা রিলিফ পায় তাই আমার নাম R, আর সেই অনুবাত-ঢালের নাম হয় বৃষ্টিচ্ছায়া বা 'রেইনশ্যাডো' অঞ্চল যার জন্য সেখান কার জলবায়ু হয়ে যায় শুখনো, ... এই ভাবে ভূপৃষ্ঠ, জলমণ্ডল, ও বায়ুমণ্ডল কে নিয়েই জলবায়ুর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া .....

নিকিতা – ওহ, দারুণ লাগছে শুনতে ...

৬ষ্ঠ জন(N)- এইবার তাহলে আমার পালা ...

নিকিতা – হ্যাঁ, এবার তোমার কথা শুনি, তুমি বল ...

৬ষ্ঠ জন(N)- কাছাকাছি বা 'নিয়ার' থেকে আমার নাম N; দেখ জল, সূর্যের তাপ সারাদিনে ধীরে ধীরে শোষণ করে আবার মাটি ও বাতাসের থেকে অনেক ধীরে ধীরে সেই তাপ ছাড়ে ..... তাই জলের কাছাকাছি স্থলভাগগুলির জলবায়ু কখনই তীব্র বা চরম আকার ধারণ করেনা, সেখানে বাতাসে জলীয়বাষ্পর পরিমাণ খুব বেশি ... সেইজন্যই তো সেখানকার আবহাওয়ায় না গরম না ঠাণ্ডা অথচ একটা প্যাচপ্যাচে ভাব সব সময়ে থাকে .....

নিকিতা– ঠিক ... দেখ, আমাদের পাঠ্যবইয়ে পড়া বিষয়গুলো আবার এইভাবে শুনতে জানতে আমার খুব ভাল লাগল, আর সত্যিই তো এইভাবেই তো চলে আসছে

চিরকাল, (চিন্তিত সুরে) তবে আমি ভাবছি, কেন আমি ওই ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখলাম যেন সব কিছু তছনছ হয়ে যাচ্ছে, যেন আমাদের পৃথিবী ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে .....

পুরুষকণ্ঠ – নিকিতা, মাই ডিয়ার, (হাঁপাতে হাঁপাতে) তুমি কিছু ভুল দেখনি কারণ জলবায়ুর ওপর হামলা হচ্ছে, তার ছন্দ পতন হচ্ছে ..... তাই সে মাঝে মাঝে তাণ্ডবনাচ নেচে সারা দুনিয়ায় বিপদ সঙ্কেত দিচ্ছে ... কারণ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে , গ্লোবাল ওয়ারমিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন আমাদের বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে .....

ছয় জন একসঙ্গে বলে ওঠে - আপনি একদম ঠিক কথা বলেছেন মিঃ ওয়ালেস ব্রোকার ... আর এর জন্য দায়ী মানুষ ও তার কাজ কর্ম .....

নিকিতা – (অবাক হয়ে)কি, কি নাম বললে ওনার ওয়ালেস ব্রোকার? আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না ... এ কি করে সম্ভব?

ছয় জন – হ্যাঁ, উনিই সেই বিখ্যাত ব্যাক্তি, স্বনামধন্য জিওফিজিসিস্ট ওয়ালেস ব্রোকার .....

নিকিতা - আপনি, আপনি ওয়ালেস ব্রোকার ?কি আশ্চর্য ... আজ সকালেই তো দাদার কাছে আপনার নাম শুনেছি আর এখন আপনার সঙ্গে কথা বলছি ... আমার অ্যা-তো সৌভাগ্য , আপনি আমার বাড়িতে? কিন্তু এ কি করে সম্ভব!!!

মিঃ ওয়ালেস– হা হা হা, সম্ভব সব সম্ভব নিকিতা মাই ডিয়ার, হা হা হা , ধরে নাও এটা এই বুড়োর একটা ম্যাজিক হা হা হা.... আমার হাতে আর, আর সময় নেই তাই তাড়াতারড়ি বল তোমার দাদা আর কি কি বলছিল?

নিকিতা – (অবাক হয়ে) হ্যা বলছি বলছি , দাদা আরও বলছিল গ্রিনহাউস গ্যাসের কথা ..... ফসিল ফুয়েল ব্যবহারে যানবাহনের দূষণ, বনাঞ্চল ধ্বংস, অতিরিক্ত পশুপালন যাকে বলে animal agriculture , নগরায়ন, কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি এ সবই তো মানুষ তার প্রয়োজনে করে চলেছে ... তার ফলে বাতাসে বাড়ছে CO_2 পরিমাণ .....

মিঃ ওয়ালেস – ঠিক কথাই বলেছে, শুনলে অবাক হবে, শিল্প বিপ্লবের আগে মানুষের প্রয়োজন ও সেই অনুযায়ী তার অ্যাক্টিভিটি পরবর্তী দেড়শো বছরে এতো বদলে গেছে যে কার্বনডাই অক্সাইডের এর মাত্রা হু হু করে বেড়ে গেছে ফলে বেড়েছে গ্রিনহাউস এফেক্ট ... শুনলে অবাক হবে লাস্ট **ice age** বা হিম যুগ থেকে শুরু করে শিল্প বিপ্লবের আগে অর্থাৎ প্রায় ১৮শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডের এর মাত্রা ছিল ২৮০ **ppm ,** আজ তা বেড়ে ৪০০(চারশ) **ppm** এ দাঁড়িয়েছে, ... আশঙ্কা করা হচ্ছে তা আরও বেড়ে যাবে যার নিশ্চিত পরিণতি তাপমাত্রা বৃদ্ধি

নিকিতা – কি সাংঘাতিক ...

মিঃ ওয়ালেস – নাসার বিবৃতি অনুযায়ী বিংশ শতাব্দীর গড় তাপমাত্রা থেকে ২০১৮ সালের তাপমাত্রা ০.৮০ ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়েছে

নিকিতা - আচ্ছা স্যার যে দীর্ঘ সময় ধরে আবহাওয়ার প্যাটার্ন বা প্রকৃতিগত তথ্য সংগ্রহ করে আমরা বুঝতে পারি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে কিনা সেই সময়সীমাটা কত?

মিঃ ওয়ালেস – সেই ব্যাপ্তি কয়েক দশক থেকে শুরু করে কয়েক লক্ষ বছর পর্যন্ত হতে পারে ...

নিকিতা– তাহলে তো স্যার, জলবায়ুর পরিবর্তনের সময়সীমাটা যে কমে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে রয়েছে এটাই তো বর্তমানের চিন্তার বিষয় তাই না?

মিঃ ওয়ালেস – ঠিক ধরেছ, আচ্ছা সাম্প্রতিক কালের একটা খবর তোমায় বলি (মাঝে মাঝে কাশছেন)... খবরটা ওয়াশিংটন পোস্ট নামক পত্রিকায় বেরিয়েছে যে উত্তর রাশিয়ার জেম্লিয়া দ্বীপের বেলুশ্যাগুবা গ্রামে প্রায় বাহান্নটা পোলার বেয়ার বেশ ঘোরাফেরা করছে খাদ্যর সন্ধানে

নিকিতা– হ্যাঁ, পড়েছি, সেখানে ইমারজেন্সি জারি হয়েছে ...

মিঃ ওয়ালেস - গ্লোবাল ওয়ারমিং এর জন্য সেই অঞ্চলের সমুদ্রে বরফ দ্রুত গলে যাওয়ায় পোলার বেয়ারদের স্বাভাবিকভাবে খাদ্য সংগ্রহ বা শিকার করা মুস্কিল হয়ে পড়েছে তাই তারা লোকালয়ে হানা দিয়েছে ;(কাশছেন) মেরু অঞ্চলের জমা বরফের আজ বড় দুর্দিন, তার সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন এই শ্বেত ভালুকের দল ..... এই ভাবে

চললে শিগগিরই তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে ..... (কাশছেন)... সব শেষ হয়ে যাবে ... গ্লোবাল ওয়ারমিং সব শেষ করে দেবে, আর এর জন্য দায়ী মানুষের কীর্তি কলাপ

নিকিতা – জানেন স্যার, আমাদের দেশ ভারতেও বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে প্রভাব ফেলেছে তার কথাও সকালে দাদা আমায় বুঝিয়েছে,

মিঃ ওয়ালেস– তাই? বাহ বাহ .....

নিকিতা – বলছিল, গত বছরের শুরুতেই উত্তর ভারতে শৈত্য প্রবাহ হয়েছে, পরের দিকে রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যে তাপপ্রবাহ হয়েছে, আবার ১৮ টি রাজ্যে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি । আবার বছরের শেষের দিকে নভেম্বরের শুরুতেই জম্মু কাশ্মীরে বরফ পড়েছে ..... যেরকমটি পড়েছিল ২০০৯ সালে .....

মিঃ ওয়ালেস– তাহলে বুঝতে পারছ যে এখন থেকে সতর্ক না হলে এই পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সকলেই .....

(হটাৎ কাশি খুব বেড়ে যায়, দম আটকে আসে বলে ওঠেন))

মিঃ ওয়ালেস– আমি আর থাকতে পারব না ... আমি যাই আমি যাই ...

(পরিস্থিতি মত এফেক্ট হবে)

নিকিতা – স্যার, কোথায় যাচ্ছেন আপনি, কোথায় যাচ্ছেন ? একি কোথায় গেলেন? আপনাকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন? (জোরে জোরে ডেকে ওঠে)

মিঃ ওয়ালেস, মিঃ ওয়ালেস ... মিঃ ওয়া---লে--স- (কাঁদতে, কাঁদতে)

আপনি, কোথায় মিঃ ওয়ালেস ..... (ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না চলতেই থাকে)

(মার গলা শোনা যাবে)

অনিলা – এই নিতু, কি বিড়বিড় করছিস ... নিতু চোখ খোল, সকাল হয়ে গেছে তো, ওই দেখ চোখ খোলেনা কেন ? কি হলরে বাবা .....
(উদ্বিগ্ন হয়ে অন্যদের নাম করে ডাকছেন)

দেবল – কি হয়েছে মা – কি হয়েছে ? (নিকিতার বিড়বিড়ানি শুনতে পায়) এই নিকিতা, চোখ খোল ..... তুই হটাৎ মিঃ ওয়ালেসকে ডাকছিস কেন ?

নিকিতা – মিঃ ওয়ালেসকে শিগগির বসতে দে , বসতে দে ..... দাদা ওনাকে বসতে দে , ওনার শরীর ভাল নেই .....

দেবল – এই নিকিতা, চোখ খোল ... হটাৎ করে মিঃ ওয়ালেসকে ডাকছিস কেন? তবে তুই যা বলছিস সেটা আর সম্ভব নয় ..... একটু আগেই ফেসবুকে একটা নিউজ ফ্ল্যাস এল যে, 'গ্লোবাল ওয়ারমিং' শব্দটির সাথে বিশ্ববাসীর পরিচয় করিয়ে দেবার মানুষটি আর আমাদের মধ্যে নেই; মিঃ ওয়ালেস আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেছেন ..... হাসপাতালে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর আঠারোই ফেব্রুয়ারী (18/02/2019) তাঁর মৃত্যু হয়েছে ..... কিন্তু তুই এমন করছিস কেন ?

নিকিতা – (ধড়মড় করে বলে ওঠে)কি বললি দাদা, তা কি করে হয় ?

দেবল – হ্যাঁরে, এই দেখ ফেসবুকে ...

(খানিকক্ষণ কেউ কথা বলে না, শুধু মিউজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে)

দেবল – একিরে নিতু তুই কাঁদছিস ?

নিকিতা– এবার বুঝতে পেরেছি কেন উনি বারবার বলছিলেন "সময় নেই, আর বেশি সময় নেই"

(পরিবেশ ভারী হয়ে আসে মিউজিকের এফেক্টে)

শেষ

.....

.

.